যুগান্তর

তারিখ ... 24 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার উচ্চাভিলাষী বাজেট হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

জাতীয় বাজেটের পদাংক অনুসরণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাজেট প্রণীত হচ্ছে। ৩০ জুন সিনেটের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে প্রায় ৮ কোটি টাকার ঘাটতিসহ ৯৫ কোটি টাকার এই বিশাল বাজেট পেশ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটাই সর্ববৃহৎ বাজেট। আগামী ২০০৩-০৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত এ বাজেটে বরাবরের মতোই শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক খাতে সর্বনিম্ন মাত্র ১৩ ভাগ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বাকি ৮৭ ভাগ ব্যয় হবে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, পেনশন ও সাধারণ কার্যক্রমে। এবার অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হবে। বাজেটের ৭৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা সরকার এবং বাকি টাকা অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আয় করা হবে। অভ্যন্তরীণ খাতে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবার বিগত বছরের তুলনায় ৫০ লাখ টাকা বেশি ধার্য করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত টাকা শিক্ষা ফি, বাড়ি ভাড়া ও বিবিধ খাত থেকে আদায় হবে। এর ফলে ভর্তি ফি, সেশন ফি, শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া, ভর্তি পরীক্ষার ফি, পরিচয়পত্র ফি বৃদ্ধি পাবে। বাজেট : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

বাজেট : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অবশ্য কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, এক পয়সাও বেতন-পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করা হবে না। বিভাগ ও ইনস্টিটিউটগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য সব বিভাগে 'ইভিনিং শিফট' এবং শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রকে উৎপাদনমুখী করার জন্য এখানে 'ফিজিক্যাল এডুকেশন' কোর্স চালুর প্রস্তাবও আসছে। এই দুই খাত থেকে আয়ের কোন লক্ষ্যমাত্রা বাজেটে দেখানো হয়নি। তবে বাজেটের ঘাটতি ইভিনিং কোর্স এবং ফিজিক্যাল এডুকেশন কোর্সের লব্ধ আয় থেকে পূরণের চিন্তাভাবনা কর্তৃপক্ষের রয়েছে বলে জানা যায়। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ইভিনিং কোর্স থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এ যাবৎ কত টাকা আয় করেছে তা বাজেটে উল্লেখ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দোকান ও খেলার মাঠের ভাড়া বৃদ্ধির কথা থাকলেও তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার ৯৪ কোটি ৭৭ লাখ টাকার বাজেট প্রণীত হচ্ছে। প্রস্তাবিত বাজেটে বিগত বছরের তুলনায় প্রায় ৬ কোটি টাকা বেশি ব্যয় ধরা হয়েছে। কিন্তু সরকারি বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ৪১ লাখ টাকা। আগের বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে বর্তমান বাজেটের পরিমাণ ৩ কোটি টাকা বেশি। সংশোধিত বাজেটে সরকার এবারও বরাদ্দ অপেক্ষা ৫ কোটি টাকা বেশি দিয়েছে। গত অর্থবছরের জন্য সরকারি বরাদ্দ ছিল ৭৩ কোটি ৮৫লাখ টাকা।

সূত্র জানায়, আগামী অর্থবছরের বাজেটের এই অতিরিক্ত ব্যয় (দেড় কোটি টাকা) সবচেয়ে বেশি হবে টেলিফোন খাতে। বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের বিভিন্ন নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী এবার আরও ৫ শতাধিক পিএবিএক্স টেলিফোন লাইন সংযোগ দেয়া হবে। এজন্য এই ৮০ লাখ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের চেয়েও ১ কোটি ৫ লাখ টাকা বেশি ব্যয় দেখা যায়। অবশ্য মঞ্জুরি কমিশন এটা পরিশোধ করবে বলে জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সিনেটে এই বাজেট পেশের আগে সিন্ডিকেটে পেশ করা হবে।